পাবনার ঐতিহ্যে পৌণে দুইশ বছরের চিকিৎসা

৩ ❖ পৃষ্ঠা

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রকাশিত হয় প্রতি মাসের ১৪ তারিখ

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৭ ● ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ ● ঢাকা রবিবার ● ১৪ জুন ২০২৬ ● ২৭ জিলহজ ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

আসছে মন্ত্রিসভায় রদবদল

পূর্ণ মন্ত্রী পেতে পারে পাবনা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বর্তমান মন্ত্রিসভার আকার বৃদ্ধি এবং রদবদল যেকোনো সময় ঘটতে পারে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক সূত্র বলছে, মন্ত্রীসভার এই রদবদল বা আকার বৃদ্ধির সুবাদে পাবনাবাসীও পেতে পারেন একজন পূর্ণ মন্ত্রী।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারের কাজের গতি বাড়াতে চলতি বাজেট অধিবেশন শেষে মন্ত্রিসভার কলেবর বৃদ্ধি ও কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ও নতুন নেতাকে মন্ত্রিসভায় যুক্ত করার বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। সূত্র মতে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার জনবান্ধব বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানোর

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দিন আসছে ছাগলের!

ঈদে কমেছে দামি গরুর কদর

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

এবার কোরবানির ঈদে গরুর কদর বাড়াতে নজীরবিহীনভাবে চমকপ্রদ নানা নাম দেওয়া হয়েছিল। নামকরণে ডোনাল্ড ট্রাম্প-নেতানিয়াহু’ও বাদ ছিল না। কিন্তু তারপরেও বিক্রিতে গরু রেকর্ড করতে পারেনি। বিশেষ করে কোরবানিতে নামি-দামি গরুগুলোর পতনের ধারা আগের চেয়েও বেশি ছিল।

পরিসংখ্যান বলছে, সারাদেশে কোরবানির জন্য গরুর চাহিদা প্রায় এক কোটি চার লাখ থাকলেও প্রস্তুত করা হয়েছিল প্রায় এক কোটি ২৫ লাখ। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে ২০ লাখেরও বেশি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু বিক্রি হয়েছে এক কোটি এক লাখের মত।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পদ্মার চরে সৌর বিদ্যুতের বিস্ময় জাগানো প্রকল্প

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের পদ্মা নদীর তীরবর্তী ভবানিপুর চর। কয়েক বছর আগেও এ চরে আর্থিক কর্মযজ্ঞ বলতে ছিল কলা-সবজিসহ নানা ফসলের আবাদ। যোগাযোগের জন্য ছিল না কোন পাকা রাস্তা। সূর্য ডোবার আগেই দিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরতে হতো সবাইকে। কিন্তু সেই দুর্গম চর এখন সারা দেশের জন্য জ্বালাচ্ছে আশার আলো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, চরের বুকে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সোলার পাওয়ার প্লান্ট)। জাতীয় গ্রিডে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চর ভবানিপুরে পদ্মা নদীর কোল ঘেঁষে ৪০০ একর জমির ওপর বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে এই মেগা সোলার পার্ক। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ডায়নামিক সান এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল পিএলসির একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ কেন্দ্র থেকে মোট ১০০ মেগাওয়াট (এসি) বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়ে দেশের চলমান বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রেখে প্রায় ২ লাখ ৭৪ হাজারেরও বেশি সোলার মডিউল এবং ৭৬০টি ইনভার্টারের সমন্বয়ে এই গ্রিন এনার্জি প্রজেক্টের নকশা করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সোলার পাওয়ার প্লান্টটি স্থাপনের পর থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নতুন বাজেট

নানা উদ্বেগ জনমনে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশন চলছে। তিন দিন আগে বাজেট পেশ করা হয়েছে। এরপর গোটা মাস ধরে চলবে বাজেট নিয়ে আলোচনা। শেষে পাস হবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের নতুন জাতীয় বাজেট।

নতুন বাজেটকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মত এবারও জনমনে নানা কারণে বিরাজ করছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এরইমধ্যে বেড়ে গেছে তেল-গ্যাসের দাম। একই পথে বিদ্যুতের দামও। নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের দাম এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। দেশের বৃহদাংশ মানুষ এমন এক বাস্তবতার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

রাশিয়ার বাইরে রূপপুরে প্রথম যুক্ত হলো ‘স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট’ সিস্টেম

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপারেটর ইনফরমেশন সাপোর্ট সিস্টেম বা ওআইএসএস যুক্ত করার কাজ গত মাসে শেষ হয়েছে। রাশিয়া প্রথমবারের মতো নিজ দেশের বাইরে এমন উন্নত ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। রূপপুর কেন্দ্রের নিরাপদ ও দক্ষ পরিচালনায় একটি বড় মাইলফলক। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশনের (রোসাটম) দেওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

মাইল ফলকে পদ্মা ব্যারেজ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ষাটের দশক থেকে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে পদ্মা ব্যারেজের স্বপ্ন বর্তমানে এসে মাইল ফলকে রূপ নিয়েছে। এই ব্যারেজ মেগা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং যা গত ১৩ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে। পদ্মা ব্যারেজ করার জন্য পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস জাতীয় সংসদে প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন।

একনেক অনুমোদিত প্রকল্প নথি অনুযায়ী, পদ্মা ব্যারেজের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৭শ ৯৪ কোটি টাকা। রাজবাড়ী থেকে পাবনা সদরের কোন এক স্থান পর্যন্ত ব্যারেজটি হবে ২ দশমিক ১ কিলোমিটার লম্বা এবং ৭ বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৫৪

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

১

২

৩

৪

৫

১. বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের রবীন্দ্র সন্ধ্যা; ২. শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গীতানুষ্ঠান; ৩. অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা; ৪. রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের অনুষ্ঠান; ৫. পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, চিত্রাঙ্কন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পাবনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৬৬ তম ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে।

অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী : কর্মসূচি অনুযায়ী রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ : জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ পাবনা জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতীন খান। সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারুফা মঞ্জুরী খান সৌমী ও শংকর বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পরজ চৌধুরী, শফিক উদ্দিন আহমেদ, মারুফা মঞ্জুরী খান সৌমী, আবুল কাশেম, শংকর বিশ্বাস, মো. হাবিবুল্লাহ, সুনীতি সুলতানা, সমীর মজমুদার প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন অঞ্জলী ভৌমিক, মাজেদা পারভীন বকুল, মতমাইনা মতিন কাকলী, ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশ করে তন্ময়, প্রহর, সারা, আয়ান, সিয়াম, সিয়াম, ঐশিকা, তুলনা, শুভশ্রী, ঐশিকা, তুলনা, মুন প্রমুখ।

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ : জেলা প্রশাসন পরিচালিত পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবীন্দ্র স্মরণ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত বনমালীতে

বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রে : বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের আয়োজনে রবীন্দ্র স্মরণ সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শেখ তোজা ফাহমিদা চাঁদনী, শংকর কুমার বিশ্বাস, অন্বেসা সরকার, পরজ চৌধুরী, রাইসা আমিন, অনিক বিশ্বাস, লেয়া সরকার, অমিত অভ্র ও সমীর মজুমদার। আবৃত্তি করেন ড. মো. হাবিবুল্লাহ, সুনীতি সুলতানা, মাজেদা পারভীন, তাসফিয়া তাবাসসুম ও হাবিবুল্লাহ জোয়াদ্দার। নৃত্য পরিবেশন করেন ঝড়া, বাপ্পি, ওয়ারিশা, ওয়ারিশা, আয়ান, পরানন্দা, আয়াংসি, তাসনিয়া, বিদুষী, বরেণ্য, পৃথিবী ও আরুশি।

পূর্ণ মন্ত্রী পেতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন। যেসব মন্ত্রণালয়ে কাজের চাপ বেশি, সেখানে যোগ্য নতুন নেতৃত্ব আনতে এবং একজন মন্ত্রীর দায়িত্ব একটিমাত্র দপ্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন তিনি।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, পরিবর্তিত মন্ত্রীসভায় পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় রয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য অভিজ্ঞ রাজনীতিক এডভোটেক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের নামও রয়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, নতুন মন্ত্রিসভায় কয়েকজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, পোড় খাওয়া রাজনীতিক এবং দুই-একজন তরুণ মুখ দেখা যেতে পারে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের নামও পূর্ণমন্ত্রীর তালিকায় রয়েছে। এছাড়া সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় কয়েকজনকে উপমন্ত্রী হিসেবে দেখা যেতে পারে। সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যকেও মন্ত্রিসভায় দেখা যেতে পারে।

সরকার এবং বিএনপির উচ্চ পর্যায় থেকে পাওয়া আভাস অনুযায়ী, বর্তমান মন্ত্রিসভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হতে পারে। তিনজন মন্ত্রীর দায়িত্ব কমানোর পাশাপাশি একজন প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পরিবর্তন হতে পারে। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে যাঁকে বর্ধিত মন্ত্রিসভায় রাখা হতে পারে, তিনি হলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। মন্ত্রীসভায় যুক্ত হওয়ার তালিকায় আরও যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, জাতীয় সংসদের হুইপ ও নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি ও দোহার-নবাবগঞ্জের সংসদ সদস্য খন্দকার আবু আশফাক, কুমিল্লা-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আলোচনায় আছেন খুলনার আজিজুল বারী হেলাল, ফরিদপুরের শহিদুল ইসলাম বাবুল ও সিরাজগঞ্জের আমিরুল ইসলাম খান আলিম। মন্ত্রিসভার বাইরে সংসদ উপনেতা হিসেবে দলের স্থায়ী কমিটির প্রবীণ দুই সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং ড. আবদুল মঈন খানের নামও আলোচনায় রয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পরিষদে দুজন সদস্য বাড়তে পারে। টেকনোক্রাট কোটায় আলোচনায় রয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল প্রমুখ। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন। বর্ধিত মন্ত্রিসভায় তাকেও দেখা যেতে পারে। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মওদুদ আলমগীর পাভেলের নাম আলোচনায় রয়েছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র বলছে, ঠিক কবে নাগাদ মন্ত্রীসভার রদবদল এবং নতুন মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করা হবে, সে বিষয়ে এই মুহূর্তে কোন দিনক্ষণ নির্ধারিত না হলেও বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া মাত্রই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী। তবে কোন উপমন্ত্রী নেই। ২০০১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় ২৮ জন মন্ত্রী, ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী ও চারজন উপমন্ত্রী ছিলেন। সে সময় প্রথম দফায় খালেদা জিয়া ৪৬ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। পরে প্রয়োজন অনুসারে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ জনে।

নানা উদ্বেগ জনমনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মুখোমুখি, যেখানে তাদের আয় দিয়ে আর জীবনযাত্রার ব্যয় সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি, চিকিৎসা খরচ, বাড়িভাড়া, শিক্ষাব্যয়, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির বিল, পরিবহন ব্যয় ও করের চাপ- সব মিলিয়ে জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে উঠেছে। অনেক পরিবার সঞ্চয় ভেঙে চলছে, কেউ ঋণ নিচ্ছে, আবার কেউ জীবনযাত্রার মান কমাতে বাধ্য হচ্ছেন।

নতুন বাজেট প্রশ্নে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশি। বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের স্বস্তির বিষয়গুলো কতটা গুরুত্ব পাবে- সে বিষয়ে চলছে আলোচনা। অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে নতুন বাজেট সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে। তারা কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থানমুখী খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে ওয়াকেবহালরা কর কাঠামো এমনভাবে নির্ধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন- যাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না হয়। সাধারণ নাগরিকদের প্রত্যাশা- এবারের বাজেটে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রতিফলন দেখতে চান তারা। সংসদে বাজেট নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন করা হবে। তারপরেও বাজেট ঘোষণার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ নিয়ে উদ্বেগ থাকছেই।

পদ্মার চরে সৌর বিদ্যুতের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : ভবানিপুর ও এর আশপাশের অঞ্চলের চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। প্রকল্পকে কেন্দ্র করে চরের বুকে নির্মিত হয়েছে পাকা রাস্তাঘাট ও আধুনিক অবকাঠামো। বিদ্যুৎ পাওয়ার পর চরের মানুষের জীবনযাত্রায় এসেছে অন্যরকম গতিশীলতা। কয়েক বছর আগেও চরে যে জমির দাম ছিল ২ থেকে ৩ লাখ টাকা বিঘা, এখন তা বিক্রি হচ্ছে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকায়। প্রতি বিঘা উঁচু জমির দাম হয়েছে ১২ লাখ টাকারও বেশি। প্রকল্প এলাকার আশে পাশে গড়ে উঠেছে পাকা বাড়িঘরসহ দোকানপাট। এলাকায় এখন দিন-রাত চলছে ইঞ্জিন চালিত যানবাহন। সবমিলে দুর্গম এই চরে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া। এটা শুরু হয় যখন থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে তখন থেকেই। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এরইমধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও শুরু হয়েছে। ডায়মন সান সোলার পার্কের প্লান্ট পরিচালক জহুরুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর এই প্রকল্প থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক লেন্ডারদের কাছ থেকে প্রায় ১২১.৫৫ মিলিয়ন ডলারের একটি অর্থায়ন প্যাকেজ পেয়েছে এই প্রকল্প। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও কার্বনমুক্ত উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এই প্লান্ট থেকে বার্ষিক প্রায় ১৯৩.৫ গিগাওয়াট-ঘণ্টা পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে প্রতি বছর বায়ুমন্ডলে প্রায় ৯৩,৬৫৪ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস পাবে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় দেশের 'সবুজ জ্বালানি'র (ক্লীন এনার্জি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় মাইলফলক? হবে। সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪০ শতাংশ পরিচ্ছন্ন বা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে মেটানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) সঙ্গে ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ভবানিপুরের এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প সেই লক্ষ্য পূরণে অংশীদার হয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় সবাই জানিয়েছেন, তারা এই প্রকল্পের সুবাদে নানাভাবে লাভবান হয়েছেন। কেউ কেউ সমস্যার কথা বলেছেন। চর ভবানিপুর গ্রামের কৃষক শফি মোল্লা জানান, বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তার ৭ বিঘা জমির ৫ বিঘা হারাতে হয়েছে। অবশ্য জমির জন্য ভাল দাম পেয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি ছেলেদের জন্য দোকান করে দিয়েছেন। আর তিনি অনেকটা অবসর বা বেকার সময় কাটাচ্ছেন।

এখানকার আরেক বয়স্ক ব্যক্তি মোবারক ব্যাপারি জানান, তার চার বিঘা জমি প্রকল্প নিয়ে নিয়েছে। গ্রামের অনেক কৃষকের জমিই এভাবে নেয় হয়েছে। চরের প্রায় চার শতাধিক একর জমি অধিগ্রহণ করে সোলার প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে, যাতেকরে চরে আবাদি জমি কমে গেছে। এজন্য অনেক কৃষক বিপাকেও পড়েছেন।গ্রামবাসির অনেকে পরামর্শ তুলে ধরে জানান, সোলার প্রকল্পের কারণে এলাকা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা দরকার। তাহলে এ জনপদের মানুষ আরও বেশি উপকৃত হবেন। এলাকাবাসীর ভাষ্য অনুযায়ী, এক সময় এই দুর্গম চরে মানুষের যাতায়াত করাই ছিল কঠিন। কিন্তু পদ্মার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভবানিপুর চর আজ বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের এক নতুন আলোকবর্তিকা। তাঁদের মতে, পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের এক উজ্জ্বল প্রতীক এই সোলার পাওয়ার প্লান্ট।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্তা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

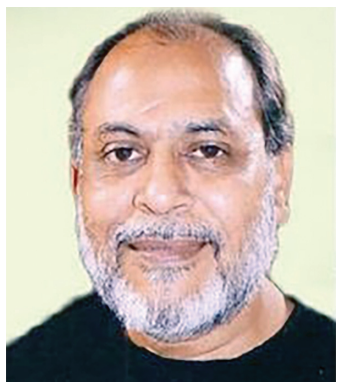

মোসতাফা সতেজ

বর্তমানের ডায়াবেটিক হাসপাতাল ফটক, একসময় এটাই ছিল পাবনা সদর হাসপাতাল

পাবনার ঐতিহ্যে পৌণে দুইশ বছরের চিকিৎসা

১৮৫৩ সালের মে মাসে পাবনা সদরে প্রথম ডিসপেনসারি স্থাপিত হয়। সে হিসেবে সরকারি স্বাস্থ্য সেবার বয়স দাঁড়ায় ১৭৪ বছর। পাবনা সদরের পর দ্বিতীয় ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয় ১৮৭৬ সালের অক্টোবরে দুলাই এলাকায়। ফরিদপুর উপজেলায় স্থাপন করা হয় ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে। বনওয়ারিনগর সরকারি বহিস্থ ডিসপেনসারিতে একজন এলএমএফ পাস করা ডাক্তার রোগি দেখতেন। ১৮৫৫ সালে সিরাজগঞ্জ ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয়। ১৮৭৪ সালে পাবনা শহরের ক্ষেত্রফল ছিল ২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৭শ ৩০ জন। প্রতি হাজার জনসংখ্যায় মৃত্যুর হার ছিল শহরে ৩৭.৪৪ এবং গ্রাম অঞ্চলে ১৯.৯ জন।

জলাবদ্ধ জেলা শহরে এক সময় জ্বর, কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, পেটের পীড়া, চুলকানি, প্লীহা- প্রভৃতি রোগাক্রান্তের কারণে শহরে প্রতিহাজারে ৩৭ ভাগ মানুষ মারা যেত। ১৯৩০ সালের দিকে ডি. ম্যাকফারসনের বিবরণ থেকে জানা যায়, পাবনা সদর মহকুমার অধিবাসীদের জীবন যাত্রা প্রণালী নিম্নমানের। এছাড়া ১৯৭৪ সালের আদম শুমারির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এ জেলা শহরের একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় ৬১৫ টাকা ৮২ পয়সা। নিম্নতম আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এ জেলার স্থান তৃতীয়। সুতরাং অপুষ্টির কারণে ঘরে ঘরে অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। সে সময় এই ডিসপেনসারির আংশিক ব্যয় করত টাউন ফান্ড। বাকী ব্যয় বহন করা হতো চাঁদার টাকায়। ১৮৭০-১৮৭৩ এই চার বছরে রোগি উপস্থিতির বার্ষিক গড় ছিল ২ হাজার ১১৬ জন। এর আগে রোগের চিকিৎসার জন্য অধিকাংশ মানুষ কবিরাজী ও হেকিমি চিকিৎসা করাতেন। রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধের অনুপ্রাণ হিসেবে তখনকার চিকিৎসকেরা স্থানীয় গাছ-গাছড়া ব্যবহার করতেন। শরৎকালে সাঁথিয়া, চাটমোহর, রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া থেকে অনেকে পাবনা শহরে এসে বাস করতেন। কারণ এ সময় সে সকল এলাকায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বাড়তো।

১৯১৮-১৯১৯ সালে পাবনায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ব্যাপক সংক্রমণ ঘটে। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে কলেরার প্রচন্ড প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৫৩ সালে এ জেলায় কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। মৃত্যু হয় প্রায় ৩ হাজার ব্যক্তির। মৃত্যু সংখ্যা তুলনামূলকভাবে শহরেই বেশি ছিল। ১৯৫৮ সালে ভীষণভাবে গুটি বসন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৬ হাজার ৪৫০ জন মারা যান। যা হোক, সদরের ডিসপেনসারিতে ৩০ শয্যার একটি পৌর হাসপাতাল শহরবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিতে থাকে। ১৯৪৪ সালে এই হাসপাতালকে সরকারি পরিচালনায় নেয়া হয়। নাম দেয়া হয় পাবনা সদর হাসপাতাল। তখন প্রথম সিভিল সার্জন হয়ে আসেন চারু ব্যানার্জি। এর আগে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সময়কালে দায়িত্ব পালন করেন ডা. এইচ এন মল্লিক। পৌর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে তখন এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার (এমবিবিএস) মনীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। চিকিৎসা সেবাতেও তার অবদান রয়েছে। পাবনার পুরনো হাসপাতালটি বর্তমানে ডায়াবেটিক হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরনো পাবনার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়, আগে ডিসপেনসারিতে সাপ বা অন্য কোন প্রাণীর দংশনের চিকিৎসা হতো হেকিমদের চিকিৎসা সাহায্যে। সাপে কাটার কোন ওষুধ এলোপ্যাথিতে ছিল না। তাই আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে বৈদ্য এবং ইউনানি পদ্ধতি চালু ছিল।

১৯৬০ এবং ১৯৬৬ সালে এ হাসপাতালে আবাসিক ও অনাবাসিক রোগির সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৫শ ১০ জন ও ২ লাখ ৫০ হাজার ২১৭ জন। শহরে লোক সংখ্যা বাড়তে থাকায় হাসপাতালে চাপ বাড়তে থাকে। জেলার কিছু জমিদার স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে চিন্তিত হন। শাহজাদপুরের পোরজানার জমিদার (রাজস্ব আদায়কারী) মুকুন্দ নাথের ২য় ছেলে যোগেশ প্রসন্ন ভাদুড়ী। তার সহধর্মিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর স্মৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে হেমাঙ্গিনী ফিমেল হাসপিটাল নামে স্ত্রী লোকদের চিকিৎসার জন্য একতলা ভবন নির্মাণ করে দেন ডায়াবেটিক হাসপাতালের পশ্চিমে। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে পোরজানায় দরিদ্র ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যে ভূবনময়ী দেবী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলেন।

এদিকে পাবনা সদর হাসপাতাল স্থানান্তর করে শালগাড়িয়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৬৮ সালের ১৫ জুন তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান প্রস্তাবিত ত্রিতল ভবনের ভিত্তি পাথর স্থাপন কালে তিনি বলেন, 'প্রদেশে ১৬০টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শেষ হবে শিঘ্রী।' ১৯৬৮ তে আধুনিকীকরণ পরিকল্পনাধীনে এই হাসপাতালকে আধুনিক চিকিৎসার উপযোগী করা হয়। ১৯৭১-এ শয্যা সংখ্যা ছিল ১শ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি পাবনায় চালুকরণের বয়স ১শ বছরও হয়নি। আগে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির চিকিৎসা সরকার স্বীকৃত ছিল না। তাই তখনকার সমাজ মনস্ক মানুষেরা ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। দেশীয় শিক্ষিত লোকদের বিজ্ঞান সম্মতভাবে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার তৈরি করা এবং আমদানি করাও তাদের লক্ষ্য ছিল। ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মেডিকেল কলেজ চালু হওয়ার পর জমিদারেরা আশান্বিত হতে থাকেন। ১৯৪৪-এ চাটমোহরের কাটেঙ্গা গ্রামের ডা. আবদুল মজিদ এমবিএফ সিএস কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এমবি পাস করেন। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম প্রথম স্থান লাভ করেন।

গত শতাব্দীর ৭০ দশকেও পৌর এলাকায় বেশ কিছু ডাক্তার খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে রাধানগরের ডা. বীরেন, ডা. পরিতোষ, ডা. হারুন অর রশিদ, ডা. কে এইচ রশিদ, ডা. ইছহাক, ডা. অনিল কুমার ঘোষ, ডা. আবুল, ডা. মকবুল, ডা. ফটিক, সাধু পাড়ার ক্যাপ্টেন ডা. মোফাজ্জল হোসেন, শালগাড়িয়ার ডা. তোফাজ্জল হোসেন, ডা. বেলায়েত হোসেন এবং হোমিও ডা. চন্দ্র শেখর কালী, ডা. অতুল চন্দ্র রায় প্রমুখ। এখনও তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৬০ সালে অসুস্থ স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবার জন্যে শহরে একটি বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক খোলা হয়। সহযোগিতা করে ইউনিসেফ। একজন এমবিবিএস মেডিকেল অফিসার রোগি দেখে ওষুধ দিয়ে থাকেন। পাবনা শহরের জলবায়ু মৃদু ভাবাপন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ছিল। এখানে শীতকালের আবহাওয়া এখনও আরামদায়ক। এ মৌসুমে প্রচুর সারযুক্ত টাটকা শাক-সবজি ও বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যেত। তারপরেও পুষ্টিহীন মানুষের অভাব নেই। পৌরশহর সম্প্রসারিত হয়েছে বলে পৌর এলাকার লোক সংখ্যা ও রোগ-শোক বাড়ছে। পাবনা জেনারেল হাসপাতালে আরোগ্য প্রত্যাশীদের ক্রমাগত সংখ্যা বাড়ছে। উল্লেখ্য, এপার বাংলা-ওপার বাংলার মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয় ১৭০৭ সালে কলকাতায়। ১৭৫৬-তে তা ভেঙে যায়। ১৭৬৪-তে তা আলীপুরে স্থানান্তর করে নামকরণ করা হয় পিজি হাসপাতাল। এখানে একটি ওয়ার্ড ছিল কুইনিন গবেষণার জন্য, যা ম্যালেরিয়া রোগিদের কাজে লেগে থাকে। পাবনায় তখন ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ অবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হাসপাতালে ইংরেজ ছাড়া অন্য কারোর চিকিৎসা করা হতো না। এ কারণে গবেষণার জন্য রোগি পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। এই হাসপাতালেই ডা. রোনাল্ড রস ১৮৯৭-এর ২০ আগস্ট ম্যালেরিয়ার জীবানুবাহক হিসেবে এনোফেলিস জাতীয় স্ত্রী মশাকে চিহ্নিত করে ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এ ঘটনার প্রায় ৬০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৯-এ পাবনায় জাতীয় ম্যালেরিয়া প্রকল্পের অধীনে ডিডিটি স্প্রে করার কাজ শুরু হয়। বর্তমানের সেবা হাসপাতালটি ছিল ম্যালেরিয়া অফিস। ১৯৬১ সালে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম নামে একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা গঠন করা হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর নির্মুল করাই ছিল উদ্দেশ্য। ১৯৬৮ সালে ব্যবহারিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়। তখন বৃহত্তর পাবনায় প্রধান কার্যালয় হয় পাবনা সদরে। ৭ বছরের মধ্যে নির্মুলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কার্যক্রম চলতে থাকে।

এখনও অমলীন হেমাঙ্গিনী দেবীর স্মৃতি

ডায়াবেটিক হাসপাতালের পশ্চিমে মেয়েদের জন্য নির্মিত ভবন

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

ভাঙাচোরা বসতভিটার সামনে নুরজাহান বেগম

নির্জন চরে একাকী নুরজাহান

দেখার কেউ নেই মারা গেলে কেউ জানবে কি?

■ শাহীন রহমান

৯০ বছর পার করা নুরজাহান বেগমের একটাই প্রশ্ন, 'আমার তো দেখার কেউ নেই, খোঁজ নেওয়ার মতো কেউ নেই। অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে। কখন যে মারা যাবো! মারা গেলে কেউ জানবে কি?'

এভাবেই বলছিলেন পাবনার বেড়া উপজেলার চর পেঁচাকোলার নুরজাহান বেগম। বেড়া সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে এই চর। ট্রলারে করে নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। এই নির্জন চরেই মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন নুরজাহান বেগম। সরেজমিনে দেখা গেছে, ভাঙাচোরা ঘরে, খেয়ে না খেয়ে চলছে এই বৃদ্ধার জীবন। দেখার যেমন কেউ নেই তার, পাশে দাঁড়ানোরও কেউ নেই। তাই মারা যাওয়ার পর কী হবে- তা নিয়ে সংশয়ে আছেন তিনি।

আলাপকালে নুরজাহান বেগম জানান, তার স্বামী জয়নাল আবেদীন কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ছেলেও মারা গেছে চার মাস আগে। তার মৃত্যুর পর পুত্রবধূ নাতিকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। সেই থেকে সম্পূর্ণ একা এই বৃদ্ধা। খোঁজ নেওয়ার মতো কেউ নেই। অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে তার।

একটি ভাঙাচোরা ছোট্ট খুপরি ঘরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন পার করছেন নুরজাহান বেগম। আশপাশে লোকজন থাকলেও তার পাশে সহযোগিতার হাত নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না কেউ। এ বিষয়ে বেড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান বলেন, নুরজাহান বেগমের বিষয়টি আমি জেনেছি এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুনাল্ট চাকমা বলেন, দ্রুত এ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে।

গত ২৭ মে যমুনা সেতু থেকে তোলা যমুনা নদী

মাস জুড়ে বৃষ্টিপাত হবে

শেষের পৃষ্ঠার পর : ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

নদ-নদীর পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রধান নদ-নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকতে পারে। তবে বিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিছু নদীর পানি সময়বিশেষে বৃদ্ধি পেতে পারে।

এর আগে মে মাসে পাবনাসহ সারা দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। তবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে স্বাভাবিকের তুলনায় কম এবং অন্যান্য বিভাগে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

ঈদে কমেছে দামি

প্রথম পৃষ্ঠার পর : যা চাহিদার বিপরীতের অনেকটাই কম। বিশেষ করে দামি গরুর ক্ষেত্রে এ হার সবচেয়ে নিচে ছিল। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাবনায় এবার কোরবানির গরুর চাহিদা ধরা হয়েছিল ৩ লাখ ৩৬ হাজার, বিপরীতে ৩৩ হাজার ৪০টি খামারে প্রস্তুত করা হয়েছিল ৬ লাখ ৫৩ হাজার ৫৮৮টি। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুন গরু তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বিক্রির হিসাবে দেখা গেছে, কম দামি গরুর চাহিদা থাকলেও নামি-দামি গরুর বাজার একেবারেই নিম্নমুখি ছিল।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিগত ১০ বছরের চিত্রে পাবনা জেলাসহ সংলগ্ন অঞ্চল, যেমন সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়ায় সামগ্রিকভাবে কোরবানির গরু উৎপাদন বাড়লেও, সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের গরু কোরবানি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়ে চলেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সারাদেশে যে সংখ্যক গরু কোরবানি হয়েছে, তার পরের বছরগুলোতে সেটা ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে হার নিচে নামতে থাকে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গরু কোরবানির সংখ্যা ছিল ৪৪ লাখ ৭৩ হাজার, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৫৩ লাখ ৯১ হাজার, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৬ লাখ ৫৯ হাজার এবং এরপর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কমে যায় ৫০ লাখ, এই কমার সংখ্যা থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কমে যায় আরও ৪০ লাখ। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ফের গরু কোরবানি বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ লাখ ৬৫ হাজারে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৪৫ লাখ ৮১ হাজার এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আবার নিচে নেমে ৪৭ লাখ ৬৬ হাজার। এরপর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে কোরবানি কমে দাঁড়ায় ৪৬ লাখ ৫০ হাজারে। গেল কোরবানি ঈদের পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও ধারণা দেওয়া হয়েছে, ছোট আকারের বা কম দামি গরুর চাহিদা থাকলেও বড় বা দামি গরুর বিক্রি ছিল আগেরবারের চেয়েও কম।

এ অবস্থার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূলত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এইসঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অনেকেই বড় গরুর চেয়ে মাঝারি গরু বেশি পছন্দ করেছেন এবং বাস্তবতার আলোকে তারা শরিকানায় কোরবানির দিকে আরও ঝুঁকেছেন। তাছাড়া উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় গরুর দামও বাড়তি ছিল। ফলে তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তারা বলছেন, এ অবস্থায় মানুষের মাঝে গরুর পরিবর্তে ছাগল বা ভেড়া কোরবানি দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে চলেছে।

এ বিষয়ে শেকৃবির কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক রিপন কুমার মন্ডল গণমাধ্যমকে বলেন, মানুষের ক্রয়মক্ষমতা কমে গেছে, মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশেরও উপরে চলে গেছে। ফলে বিশেষত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই গরু কিনতে এক লাখ বা তার বেশি টাকা খরচ না করে আট হাজার বা দশ হাজার টাকায় ছাগল কিনেছেন। আর্থিক সক্ষমতা এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর। সবমিলিয়ে গরুসহ সব ধরনের পশু কোরবানিই কমে গেছে। তিনি এও বলেন, একদিকে বছর বছর গরুর দাম বাড়ছে, অন্যদিকে কমছে গরু কোরবানির সংখ্যা। এই বাস্তবতায় খামারিরাও গরু পালনের সংখ্যা কমিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের মতে, গত কোভিড মহামারি থেকে বর্তমানে জীবযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মানুষ গরু কোরাবানির বদলে ছাগল-ভেড়া কোরবানিতে ঝুঁকবেন- তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। বিশেষ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বিপদজনকভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা এবং এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভবিষ্যতের কোন আশা যেহেতু দেখা যাচ্ছে না, সেহেতু আগামী দিনে কোরবানির পশু হিসেবে ছাগলের কদর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আগস্টের শুরুতেই মিলবে

৬-এর পৃষ্ঠার পর : গুরুত্বপূর্ণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কাজ করছে। গ্রিড শক্তিশালী করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন (ট্রান্সমিশন লাইন) এবং আধুনিক গ্রিড ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : প্রথম ইউনিটের জন্য কতজন লোকবল প্রস্তুত করা হয়েছে?

জাহেদুল হাসান : প্রথম ইউনিট পরিচালনার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তারা রাশিয়ায় গিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। এরইমধ্যে এনপিসিবিএলের মোট ৫১ জন কর্মী সব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাইসেন্স অর্জন করেছেন। লাইসেন্স ছাড়াও বিভিন্ন অপারেশনাল ও সহায়ক পদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি, বিশেষ করে ইউনিট-১ এর জন্য ৭০০ জন কর্মী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনায় পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জনে কতদিন সময় লাগবে?

জাহেদুল হাসান : রূপপুরের মতো একটি আধুনিক 'তৃতীয় প্রজন্মের (প্লাস)' পারমাণবিক কেন্দ্র পুরোদমে চালাতে কয়েকটি ধাপ পার হতে হবে। সাধারণত একটি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এরজন্য ৩ থেকে ৫ বছর সময় লাগে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : রূপপুরে ব্যবহৃত ভিভিইআর-১২০০ রিয়্যাক্টরে কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে? এই পারমাণবিক চুল্লির বৈশিষ্ট্য কী?

জাহেদুল হাসান : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভিভিইআর-১২০০ রিয়্যাক্টর (চুল্লি) প্রযুক্তি একটি অত্যাধুনিক 'তৃতীয় প্রজন্মের (প্লাস)' প্রযুক্তি, যা রাশিয়ার রোসাটমের নকশা করা। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সুপারিশ অনুযায়ী এখানে 'বহুস্তরীয় সুরক্ষা' (ডিফেন্স-ইন-ডেপথ) নীতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে একাধিক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করছে। এতে উন্নত 'অ্যাকটিভ সেফটি সিস্টেম' রয়েছে। যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্র বন্ধ হওয়া (শাটডাউন) এবং জরুরি প্রয়োজনে কোর শীতলকরণ ব্যবস্থা। এর সঙ্গে আছে 'প্যাসিভ সেফটি সিস্টেম', যা বিদ্যুৎ বা মানুষের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই চুল্লিকে নিরাপদ রাখতে পারে। এ ছাড়াও ডাবল কনটেইনমেন্ট স্ট্রাকচার, কোর ক্যাচার, হাইড্রোজেন রিকম্বাইনার এবং একাধিক বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে, যা পুরোনো প্রযুক্তির তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ।

বিশেষভাবে, ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই নকশায় অতিরিক্ত সুরক্ষাব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন (স্টেশন ব্ল্যাকআউট) হলেও চুল্লি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠান্ডা রাখা যায় এবং হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করা যায়।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড কীভাবে পূরণ করা হয়েছে? এখনো কি কিছু করা বাকি আছে?

জাহেদুল হাসান : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক শর্তের ক্ষেত্রে মূলত আইএইএ-এর 'নিরাপত্তা মানদন্ড' (সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস) অনুসরণ করা হয়। এর প্রধান শর্ত হলো 'বহুস্তরীয় সুরক্ষা'- যা নিরাপত্তার মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা ঠেকানোর জন্য পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেন কোনোভাবেই পরিবেশে ছড়িয়ে না পড়ে- তা নিশ্চিত করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ- যেমন উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা সহ্য করার সক্ষমতা থাকতে হবে। রূপপুর প্রকল্পে শুরু থেকেই এই আন্তর্জাতিক মানগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নকশা থেকে শুরু করে কমিশনিংয়ের প্রতিটি ধাপেই নির্ধারিত সুরক্ষা শর্তগুলো মানা হয়েছে। এ সময় আইএইএ-এর একাধিক আন্তর্জাতিক মিশন পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে বলা যায়, মৌলিক ও প্রয়োজনীয় সব আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শর্ত পূরণ করা হয়েছে। তবে এই খাতে নিরাপত্তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুরোপুরি চালুর পরও নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে মনিটরিং করা হবে?

জাহেদুল হাসান : রূপপুরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই প্ল্যান্টে সাত হাজারের বেশি 'ইন্টারলক' ও বিভিন্ন নিরাপত্তা ফাংশন যুক্ত রয়েছে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে যাবে। এমনকি কোনো চরম পরিস্থিতিতে প্ল্যান্টে কোনো অপারেটর বা মানুষ উপস্থিত না থাকলেও সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুল্লিকে বন্ধ (শাটডাউন) করে দিতে সক্ষম।

সার্বিক নজরদারির জন্য প্ল্যান্টের সব গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার প্রধান নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যেখানে অপারেটররা দিন-রাত সব সময় অবস্থান করেন। নির্দিষ্ট সময় পরপর সেফটি অ্যানালাইসিস রিপোর্ট হালনাগাদ করে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হয়।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : পারমাণবিক জ্বালানি ভরার কত দিন পর থেকে পারমাণবিক বর্জ্য বের হবে? বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

জাহেদুল হাসান : সাধারণত প্রায় এক বছর পরিচালনার পর ব্যবহৃত জ্বালানি (স্পেন্ট ফুয়েল) চুল্লি থেকে বের করা হয়। এটি চুল্লির কাছাকাছি বিশেষভাবে নকশা করা পুলে (স্পেন্ট ফুয়েল পুল) সংরক্ষণ করা হবে। এই পুলে প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত নিরাপদে বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে- যার আওতায় দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহৃত জ্বালানির পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা ফেরত পাঠানো নিশ্চিত করা হবে।

রাশিয়ার বাইরে রূপপুরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : অনুযায়ী, এই সিস্টেমটি মূলত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেটরদের জন্য একটি ডিজিটাল সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এটি কেন্দ্রের হাজার হাজার অপারেশনাল প্যারামিটার রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। তথ্যের সহজ উপস্থাপনা বা ভিজ্যুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে এটি অপারেটরদের দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যা কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং পরিচালনার দক্ষতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

রূপপুর এনপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. কবির হোসেন জানান, রূপপুর কেন্দ্রটি বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের জন্য একটি যুগান্তকারী প্রকল্প। আধুনিক রিয়্যাক্টরের পাশাপাশি ওআইএসএস-এর মতো উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তির সংযোজন একটি শক্তিশালী পরিচালনা সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিস্টেমটি শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মীদের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, ওআইএসএস প্রযুক্তিটি সর্বপ্রথম রাশিয়ার নোভোভোরোনেঝ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বর্তমানে দেশটির অন্যতম অত্যাধুনিক কুর্স্ক এনপিপি-২-এ এটি চালু রয়েছে। রাশিয়ার বাইরে বাংলাদেশই প্রথম দেশ, যে দেশ এই বিশ্বমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

মাইল ফলকে পদ্মা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে শুষ্ক মৌশুমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট-বড় মিলিয়ে ৬৩২টি নদী পানি পাবে। নদীগুলোর আশপাশের ২৬টি জেলার পানিসংকট নিরসন হবে, যার ফলে প্রায় সাত কোটি মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে শুষ্ক মৌসুমে ওইসব নদীতে প্রায় ৮০০ কিউসেক পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এরপর সেই পানি দিয়ে পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, এবং পিরোজপুর অঞ্চলের প্রায় ২৯ লাখ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া হবে। এ ছাড়া এ থেকে গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্প, উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প, গোদাগাড়ী পাম্প হাউস এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সবমিলিয়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার আর্থ-সামাজিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পাবনা জিলা স্কুলের ১৯৫৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যচিন্তক ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ দীর্ঘদিন পর গত ১৯ মে বিকালে উপস্থিত হন তাঁর শৈশবের সেই চেনা স্কুল ক্যাম্পাসে। স্কুলে এসে তিনি স্মরণ করেন তাঁর ছাত্রজীবনের নানা মুহূর্ত, প্রিয় শিক্ষক এবং সেই সময়ের সহপাঠী বন্ধুদের কথা। প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণ যেন তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিল কৈশোরের সেই দিনগুলোতে। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন তাঁর শৈশব ও শিক্ষাজীবনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো। এসময় পাবনা জিলা স্কুল এলুমনি এসোসিয়েশনের তরফ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয় স্মারক উপহার।

শ্রমিক আন্দোলনের গৌরব

শেষের পৃষ্ঠার পর : সংসদ সদস্য প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

কনভেনশন অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এডভোকেট শিমুল বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণের বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, আইএলও'র ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (আএলসি) গত ১ জুন শুরু হয়ে ১২ জুন শেষ হয়েছে। এই কনভেনশনে আইএলও'র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে ১৮৭টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ করেন। কনভেনশনে অর্থনীতিতে শোভন কাজ, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক সংলাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি এডভোকেট শিমুল বিশ্বাস প্রথম দিন থেকেই কনভেনশনে অংশ নেন। জানা গেছে, জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছালে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বিএনপির নেতারা তাঁকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে তিনি জাতিসংঘ কার্যালয়ের সামনে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত 'ব্রোকেন চেয়ার' স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করেন। শান্তি, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে তিনি কিছু সময় কাটান। গত ১২ জুন তিনি দেশে ফিরে আসেন।

কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ২০১৩ থেকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে গত ২৬ ও ২৯ মে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাক্তন শিক্ষার্থীর প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬।

টুর্নামেন্টে ২০১৯ এবং ২০২৪ ব্যাচের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনাল খেলায় সেরা খেলোয়ার নির্বাচিত হয় ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী অপূর্ব। টুর্নামেন্ট পরিচালনায় মূল দায়িত্ব পালন করে ১৭ ব্যাচের রিজু, ১৮ ব্যাচের রেদওয়ান ও স্বাক্ষর, ১৯ ব্যাচের সোহান, ২১ ব্যাচের আবির, ২২ ব্যাচের রিফাত, রুদ্র ও ইয়াস।

খেলা শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে মেডেল ও ট্রফি প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ। এ সময়

প্রাক্তন শিার্থীদের আয়োজনে প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক (আলাউদ্দীন) ও সিনিয়র শিক্ষক ইমরান কবীর উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ তাঁর সমাপনী বক্তব্যে শিক্ষার্থীদেরকে এমন আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামীতেও তাদের পাশে থাকার অনুরোধ জানান।

কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা জেলা পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুযায়ী গত ১৮ মে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বৃক্ষরোপণ উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু। এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মাহফুজা সুলতানা এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদ প্রশাসক পরে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমন্ডলীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে পাশে থাকার আশা ব্যক্ত করেন।

ফলের মৌসুমে হাসছে

শেষের পৃষ্ঠার পর : কোটি টাকা এবং আমে ৭৮০ কোটি ৬৮ লাখ টাকার বাণিজ্য হবে। বর্তমানে এই দুই ফলের জমজমাট বেচাকেনা চলছে। লিচুর ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, পাবনা (ঈশ্বরদীসহ) ৪,৬২০ হেক্টর জমিতে লিচুর ফলন ভালো হয়েছে, যে কারণে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫০,০০০ মেট্রিক টন, নাটোরের ৪,৮৮৭ হেক্টর জমি থেকে ৭,৫৪০ মেট্রিক টন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (বিজয়নগর) ৬৪০ হেক্টর জমি থেকে ১,৭৮০ মেট্রিক টন। বলা হয়েছে, এসব জায়গায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে দেশে রেকর্ড ২৭ লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ বলছে, এরমধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন, রাজশাহীতে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯৩ টন, নওগাঁয় ৩ লাখ ৮৭ হাজার ২৩৫ টন, সাতক্ষিরায় ৭০ হাজার ৩৮০ টন, নাটোরে ৬৮ হাজার ৩১৬ টন আম উৎপাদন হয়েছে। সূত্র জানায়, সারা দেশ থেকে এবার ৩ হাজার টন আম বিদেশে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা রয়েছে। আম-লিচু দুই ক্ষেত্রেই পাবনার উৎপাদনকারীরা খুঁশী। তাঁদের ভাষ্য, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন হয়েছে ভালো। তবে আশানুরূপ দাম পাওয়া নিয়ে তাঁদের মধ্যে নানা মত রয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুতের যুগে

৬-এর পৃষ্ঠার পর : বাংলাদেশি বন্ধুদের সঙ্গে একটি আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে একসঙ্গে কাজ করতে পেরে আনন্দিত এবং আরও সহযোগিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছি। এমনকি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সহযোগিতা থাকবে রোসাটমের।'

স্বাগত বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আন্তর্জাতিক মান ও নিরাপত্তা বজায় রেখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ প্রযুক্তির নতুন দুয়ারে প্রবেশ করলো। রূপপুর থেকে এই রূপান্তর ভবিষ্যত প্রজন্মকে এগিয়ে নেবে।' তিনি জানান, এক বছরে পাঁচটি ধাপ অতিক্রমের মাধ্যমে প্রথম চুল্লিতে ইউরোনিয়াম লোডিং করা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক নানা প্রতিবন্ধকতায় কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও সরকারের দৃঢ়তায় এই মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) কঠোর নজরদারি এবং নিরাপত্তার সব শর্ত পূরণ করায় গত ১৬ এপ্রিল রূপপুর কর্তৃপক্ষকে পরমাণু চুল্লিতে জ্বালানি প্রবেশের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী জুলাই বা আগস্ট মাসের মধ্যেই জাতীয় গ্রিডে পরীক্ষামূলকভাবে অন্তত ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত করা সম্ভব হবে। এক বছর পর প্রথম ইউনিটটি পূর্ণ সক্ষমতায় বাণিজ্যিক উৎপাদনে গেলে সেখান থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

রূপপুর প্রকল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ১৯৬১ সালে এর প্রাথমিক ধারণা উত্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে সম্ভাব্য বারোটি স্থান মূল্যায়নের পর পাবনার রূপপুরকে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সেসময় পাকিস্তান সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর রূপপুরে পারমাণবিক প্রকল্প চালুর বিষয় নিয়ে অগ্রগতি হলেও পঁচাত্তরের পর কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে একটি ফরাসি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হলেও তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। পরে ১৯৭৯ সালেও ফের প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতিতে পারমাণবিক শক্তিকে একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প জ্বালানি উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি (IGA) স্বাক্ষর করা হয়। এরপর ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর ঈশ্বরদীর রূপপুরে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চুক্তির আওতায় প্রারম্ভিক কার্যাবলি সম্পাদন করে ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন রোসাটম (Rosatom)-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি JSC Atomstroyexport-এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জেনারেল কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তিতে বিদ্যুতকেন্দ্রের নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন, কমিশনিং, পরীক্ষামূলক পরিচালনা, জনবলের প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ বছরের পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর প্রথম ইউনিটের ফার্স্ট কনক্রিট ঢালাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম নিউক্লিয়ার ক্লাবে প্রবেশ করে। পরের বছর ২০১৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটে ফার্স্ট কনক্রিট ঢালাই করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের ৫ নভেম্বর রাশিয়া থেকে প্রথম ইউনিটের জন্য জ্বালানি (ইউরেনিয়াম) প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ২০২৪ সালে আইএইএ-এর গাইড লাইন অনুযায়ী রিয়্যাক্টরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুচারুভাবে সম্পাদন করা হয়। ২০২৫ সালে প্রথম ইউনিট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

এনপিসিবিএল-এর ড. জাহেদুল হাসান গত ২৮ এপ্রিল জানিয়েছিলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রিঅ্যাক্টর ভবন, টারবাইন ভবন, কুলিং সিস্টেম, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন এবং বিভিন্ন সহায়ক স্থাপনাসহ মোট ৩৮৯টি স্থাপনার একটি বিস্তৃত অবকাঠামোর ভৌত নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ভৌত নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর বিদ্যুতকেন্দ্রে ফিজিক্যাল স্টার্ট-আপ-এর প্রস্তুতি পর্যায় শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, রি-অ্যাক্টরের ডিজাইন অনুযায়ী ১৬৩টি ফুয়েল অ্যাসেম্বলি রি-অ্যাক্টর কোরে স্থাপন করতে হবে। যার জন্য সময় লাগবে ৩০ দিন। এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হয় এবং বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। জ্বালানি লোডিং শেষে শুরু হবে ফিজিক্যাল স্টার্টআপ। এ পর্যায়ে ডিজাইন অনুযায়ী নিউক্লিয়ার ফিশন রি-অ্যাকশন ঘটানো হয় এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে, যার জন্য প্রায় ৩৪ দিন সময় প্রয়োজন হবে। পরীক্ষা শেষে রি-অ্যাক্টরের পাওয়ার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে ৩%, ৫%, ১০%, ২০%, ৩০% উন্নীত করা হবে। যার জন্য সময় লাগবে ৪০ দিন। রি-অ্যাক্টরের পাওয়ার ৩০ শতাংশে উন্নীত হলেই জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার বৃদ্ধি করা হয় ও নিরাপত্তা বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় যাকে Stage D- Trial Operation নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতীয় গ্রীডে ১০০% বিদ্যুৎ পেতে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে।

বিদ্যুতকেন্দ্রটির স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ৬০ বছর। এই সময়ে এখান থেকে পাওয়া যাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ। তবে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষে আরও ৩০ বছর পর্যন্ত কেন্দ্রটির আয়ু বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রটিতে একবার জ্বালানি লোড করার পর তা দিয়ে চলবে টানা দেড় বছর। ফলে অন্যান্য বিদ্যুতকেন্দ্রের মতো তেল, গ্যাস কিংবা কয়লা কেনার কোনো ঝক্কি-ঝামেলা নেই। দেড় বছর পর এক-তৃতীয়াংশ করে জ্বালানি পরিবর্তন করতে হবে।

নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী, তিন বছরের জ্বালানি সরবরাহ করবে রাশিয়া। অর্থাৎ এই সময়ে জ্বালানি আমদানি নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এরপর বাংলাদেশকে জ্বালানি তথা ইউরেনিয়াম আমদানি করতে হবে। তবে সেই জ্বালানি দুই বছর পর পর পরিবর্তন করলেই চলবে। আর্থিক বিবেচনায় বাংলাদেশের একক প্রকল্প হিসেবে সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র। নির্মাণে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সব সহযোগিতা করছে রাশিয়া। প্রায় এক লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এইপ্রকল্পের ৯০ শতাংশ অর্থ ঋণ দিচ্ছে রাশিয়া, যেটা ২৮ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান রোসাটমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এতমস্ত্রয় এক্সপোর্ট। বিদ্যুতের দাম শুরুতে প্রতি ইউনিটের খরচ ৬ টাকা ধরা হলেও অভ্যন্তরীণ সূত্র বলছে এখন দাম ১২ টাকা পড়বে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রে তৃতীয় প্রজন্মের উন্নত ভিভিইআর-১২০০ প্রযুক্তিভিত্তিক দুটি ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে, যার প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুতকেন্দ্রে ব্যবহৃত রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তি উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন সক্ষমতা রয়েছে। আধুনিক কন্টেইনমেন্ট কাঠামো, কোর ক্যাচার এবং মাল্টি-লেভেল সেফটি ডিজাইনের সমন্বয়ে এই প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক মানদন্ডে একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পারমাণবিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। বিদ্যুতকেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদি ভৌত নির্মাণ কার্যক্রম এবং ফিজিক্যাল স্টার্ট-আপ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিটি ইউনিট হতে নির্ধারিত আয়ুষ্কাল অনুযায়ী ৬০ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে, যা প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষে আরও ৩০ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা সম্ভব। কাজেই, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র চালু হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি নতুন যুগের সূচনা হবে। এটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একইসঙ্গে, এই প্রকল্প বাংলাদেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পারমাণবিক বিদ্যুতের যুগে বাংলাদেশ

■ **আঁখিনূর ইসলাম রেমন**

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন দেশের প্রথম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রের (আরএনপিপি) প্রথম ইউনিটের রিয়্যাক্টর প্রেসার ভেসেলে বাটন টিপে পারমাণবিক জ্বালানি (ইউরেনিয়াম) লোডিং বা 'ফিজিক্যাল স্টার্টআপ' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল দুপুর ৩টায় আনুষ্ঠানিকভাবে রূপপুরে জ্বালানি লোডিং শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলোর অভিজাত ক্লাবে সগৌরবে প্রবেশ করেছে।

জ্বালানি লোডিং উপলক্ষে প্রকল্প এলাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থা 'রোসাটম'-এর মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ যৌথভাবে বাটন চেপে এই মাহেন্দ্রক্ষণের উদ্বোধন করেন। এসময় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ার হোসেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) ডিরেক্টর ওয়েই শুয়াং, রোসাটমের ডেপুটি ডিরেক্টর আন্দ্রে পেট্রোভ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত আলেকজেন্ডার খোজিন এবং রুশ ফেডারেশন ও বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য আজকে এই দিনটি ঐতিহাসিক। এটি বাংলাদেশের দীর্ঘযাত্রার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রূপপুর প্রকল্প শুধু একটি বিদ্যুতকেন্দ্র নয়, এটি আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। এই প্রকল্প জাতীয় গ্রিডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ যুক্ত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।' তিনি আরও বলেন, 'রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকৃত্তিম বন্ধু। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় রাশিয়া রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী সব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। কারণ নিরাপত্তাই বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকার। এই পারমাণবিক কেন্দ্র ঢাকা ও মস্কোর মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেবে।'

চুল্লিতে পরমাণু রড আপলোডে জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাওয়া উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বলেন, 'আজকের দিনটি বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেলো। এর মাধ্যমে দেশের জ্বালানি খাত নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।' রোসাটম-এর মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ বলেন, 'বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলোর কাতারে যোগ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেশের জ্বালানি ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান হয়ে উঠবে। রোসাটমের জন্য, এই প্রকল্পটি বৈশ্বিক পারমাণবিক শিল্পের উন্নয়নে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

*অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে দেশের একমাত্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। গত ২৮ এপ্রিল প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি লোডিং শুরু হওয়ার মধ্যদিয়ে এ পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে। এর দুই সপ্তাহের মধ্যেই রূপপুর প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের চুল্লি পাত্রে ১৬৩টি পারমাণবিক জ্বালানি (নিউক্লিয়ার ফুয়েল রড) প্রবেশ করানো হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। এখন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নীরিক্ষা সফলভাবে শেষ হওয়ার পরই শুরু হবে চেঞ্জ রিয়েকশন, এবং এর মধ্যদিয়েই শুরু হবে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, আগামী জুলাইয়ের শেষ দিকে, বা আগস্টের শুরুতেই মিলবে বহুল কাঙ্ক্ষিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের শুরু থেকে দীর্ঘ পথ চলা, নানা প্রতিবন্ধকতা এবং তা থেকে কীভাবে সাহস নিয়ে এগিয়ে চলা, এবং আগামি দিনের চ্যালেঞ্জসহ প্রকল্পের কারিগরি ও নিরাপত্তার দিক নিয়ে সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্পের পরিচালনাকারি সংস্থা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জাহেদুল হাসান। সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন– **আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু***

ড. জাহেদুল হাসানের সাক্ষাৎকার

আগস্টের শুরুতেই মিলবে বহুল কাঙ্ক্ষিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কী কী চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে?

জাহেদুল হাসান : প্রথমত, এত বড় মাপের পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, যা রোসাটমের সঙ্গে অংশীদারিত্বে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নির্মাণ পর্যায়ে অন্যতম বড় প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ছিল প্রকল্প এলাকার মাটি স্থিতিশীল করা, যাতে এটি ভূমিকম্প এবং অন্যান্য নিরাপত্তা মানদন্ড পূরণ করতে পারে। উন্নত কৌশল ব্যবহার করে মাটির মধ্যে সিমেন্ট ইনজেক্ট করা হয়। এর ফলে মাটি পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে আর্থিক লেনদেন ও যন্ত্রপাতি পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিও একটি বড় বাধা ছিল। তবে বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব সমস্যা মোকাবিলা করা হয়েছে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ : প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও কী কী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে বলে মনে করেন?

জাহেদুল হাসান : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রের পরিচালনা পর্যায়ে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হবে জাতীয় গ্রিডের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাধারণত বেসলোড পাওয়ার সরবরাহ করে, তাই গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সি ও লোড ব্যালান্স ঠিক রাখা অত্যন্ত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গত ১৬ মে পাবনা পৌরসভা এলাকার ঝোপঝাড় ও ড্রেন পরিষ্কার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও পাবনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলামসহ অন্যান্যরা

ভূমি সেবা মেলা

কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেল শিক্ষার্থীরা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

'সুরক্ষিত ভূমি, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ' স্লোগানকে ধারণ করে সারাদেশের মতো পাবনাতেও পালিত হয়েছে ভূমিসেবা মেলা। কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবনা সদর উপজেলায় গত ১৯ মে থেকে ২১ মে ভূমিসেবা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজা সুলতানা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইশরাত মুনিরাসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অংশ নেন।

মেলা উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে করা হয় কুইজ প্রতিযোগিতার। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি পুরস্কারই লাভ করেছে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুলের মেধাবী শিক্ষার্থীরা। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ রাহাদ, দ্বিতীয় হয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শেখ মুমিত মাহমুদ ও তৃতীয় হয় একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুহাইমিনুল ইসলাম আসফি। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শহীদ রাব্বি ফাউন্ডেশন

দরিদ্র নারীদের মাঝে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি ফাউন্ডেশন থেকে দরিদ্র মানুষের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে নারীদের মাঝে গাভী বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৭ মে দুপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সহযোগিতায় আটঘরিয়া উপজেলা চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপকারভোগী হিসেবে শ্রীকান্তপুর গ্রামের নারগিস খাতুন, ধলেশ্বর দক্ষিণ পাড়া গ্রামের খুশি খাতুন, আসমা খাতুন, বৃষ্টি খাতুন ও ধলেশ্বর মাদরাসা পাড়া আকলিমা খাতুনসহ ৫ জনের হাতে গাভী তুলে দেওয়া হয়।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা আক্তার। সভাপতিত্ব করেন আটঘরিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি শরিফুল আলম রাজু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, 'এটি শুধুমাত্র একটি সহায়তা নয়, বরং অসহায় মানুষের আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি কার্যকর উদ্যোগ। এই গাভী বিতরণ কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

যুক্তরাজ্যে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেন পাবনার সন্তান মঈন কাদেরী

পাবনা শহরের সন্তান মঈন কাদেরী যুক্তরাজ্যের লোকাল কাউন্সিল নির্বাচনে গ্রিন পার্টি থেকে পুনরায় গ্যাসকোইন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৭ মে তিনি এ নির্বাচনে বিজয়ী হন।

মঈন কাদেরী লন্ডনের বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহাম বোরোর গোরসব্রুক ও গ্যাসকোয়েন ওয়ার্ডে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে লেবার পার্টির কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি লেবার পার্টি থেকে পদত্যাগ করে গ্রিন পার্টিতে যোগ দেন। গ্রিন পার্টির টিকিটে স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কাউন্সিলর হিসেবে তিনি তার জনপ্রতিনিধিত্ব বজায় রাখছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের মে মাসে লন্ডনের বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলের সিভিক মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ২০২৫ সালের মে মাসে তার মেয়াদ শেষ হয়।

পূর্ব লন্ডনের মূলধারার রাজনীতিতে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অধিকার রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তিনি দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। মঈন কাদেরী ১৯৭৯ সালের ১ মার্চ পাবনার ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চার ভায়ের মধ্যে মঈন তার পিতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তার মরহুম পিতা পাবনার বিখ্যাত আইনজীবী অ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী, যিনি পাবনা বার কাউন্সিলের একাধারে ৫ বার সভাপতি ও ৩ বার সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন। আর মা মরহুমা নিলুফার কাদেরী ছিলেন সমাজকর্মী ও ১৫ বছর যাবৎ পাবনা সদর পৌরসভার নির্বাচিত কাউন্সিলর। মঈন পাবনা কমার্স কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়ের পাশ করার পর পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ১৯৯৭ সালে বিকম পাশ করেন। মঈন কাদেরীর গ্রামের বাড়ি পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার সাতবিলা গ্রামে। শহরের শালগাড়িয়ায় রয়েছে তার পৈত্রিক বাড়ি। মঈন কাদেরী উচ্চ শিক্ষার তাগিদে ২০০১ সালে প্রথম ব্রিটেনের বুকে পা রাখেন। ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট লন্ডনে। এখান থেকেই ২০১০ খিস্টাব্দে তিনি মার্কেটিংয়ে গ্রাজুয়েশন শেষ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালিন সময়ে রাজনৈতিক সক্রিয়তা তাকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অফিসার পদে কাজ করতে সহায়তা করে। এসময় স্টুডেন্ট ফাইন্যান্স নিয়ে সরকারের নীতির বিরোধিতা করে ছাত্রদের অধিকার আদায়ে 'লিড স্ট্রাইক অন পার্লামেন্ট' নামে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত মিলিয়নের অধিক ছাত্রের নেতৃত্ব দেন মঈন কাদেরী। তার সামাজিক কর্মকান্ড এবং রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মাননা পদকেও ভূষিত করেছে।

মঈন কাদেরী গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা বাঙালি জাতি বীরের জাতি। পরিশ্রম করলে আমরা অবশ্যই আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।'

আকাশকলি দাসের হাতে গড়া পাখির অভয়াশ্রম

পাখির অভয়াশ্রম আকাশকলি সংরক্ষণ করার নির্দেশ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রয়াত আকাশকলি দাস

পাবনার বেড়া উপজেলার কৈটোলা ইউনিয়নে প্রয়াত পাখিবন্ধু আকাশকলি দাসের গড়ে তোলা পাখির অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ আদেশকে স্বাগত জানিয়ে নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি করেছেন স্থানীয় পরিবেশবাদী, সচেতন নাগরিক ও প্রাণী অধিকার কর্মীরা।

জনস্বার্থ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় লইয়ার্স সোসাইটি ফর ল-এর পক্ষে দায়ের করা একটি রিট পিটিশনের শুনানি শেষে গত ১৮ মে আদালত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পাবনা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মৎস বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশনার বিষয়ে পাবনা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম বলেন, আদালতের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রায় ৮ বিঘা জমির ওপর চিরকুমার আকাশকলি দাস নিজের পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে এই অনন্য পাখির অভয়াশ্রমটি গড়ে তুলেছিলেন। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন-২০২৪ সহ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। গত বছরের ১৮ আগস্ট (২০২৫) এই পরিবেশপ্রেমীর মৃত্যুর পর থেকে অভয়াশ্রমটি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। কয়েক মাস পর অসিত ঘোষ, অসীম ঘোষ এবং মোহাম্মদ আলী নামে তিন ব্যক্তি পুরো অভয়াশ্রমসহ আকাশকলি দাসের সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেন। তারা মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েট ল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা আইইউসিএন কর্তৃক ঘোষিত এই অভয়াশ্রমের গাছপালা কেটে এবং পাকা স্থাপনা নির্মাণ করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেন। বিষয়টি সম্প্রীতি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এলে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় ওঠে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

৮

রবিবার
১৪ জুন ২০২৬
৩১ আষাঢ় ১৪৩৩
২৭ জিলহজ ১৪৪৭

জেনেভায় আইএলও কনভেনশন

শ্রমিক আন্দোলনের গৌরব তুলে ধরলেন শিমুল বিশ্বাস

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে পাবনা-৫ (সদর) আসনের

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

জেনেভায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনে পাবনার সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা

গত ৩০ মে রাজশাহী থেকে তোলা পদ্মা নদীর দৃশ্য সম্প্রীতি বাংলাদেশ

মাস জুড়ে বৃষ্টিপাত হবে কম থাকবে তাপপ্রবাহ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

চলতি মাসে দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হবে, ২-৩টি মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। এছাড়া নদ-নদীতে পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কম বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সূত্র জানিয়েছে, এ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি মৌসুমি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকতে পারে। এ সময়ে দেশে ২-৩টি বিচ্ছিন্নভাবে মৃদু (৩৬-৩৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থকে মাঝারি (৩৮-৩৯.৯ ডিগ্রি

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সরু চালে বাজিমাত

দেশের মান ঈশ্বরদীর বিনাধান

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঈশ্বরদীর পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বোরো ধান 'বিনাধান-২৫' এখন দেশের মাইলফলক হতে চলেছে। এরইমধ্যে এই ধান চাষ করে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন কৃষকরা। এই ধান শুধু বাংলাদেশের চাহিদাই পূরণ করবে না, বিদেশের রফতানি যোগ্য হতে চলেছে।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিনাধান-২৫ জাতটি অত্যন্ত উচ্চফলনশীল এবং এর চাল বিদেশের বাসমতী চালের মতো লম্বা ও সরু। এই ধানে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.১ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৬.৬ শতাংশ। ভাত সাদা, ঝরঝরে ও সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে এর চাহিদা ও মূল্য দুটিই বেশি। রফতানিযোগ্য এই জাতের গড় জীবনকাল ১৪৫ দিন।

কৃষকদের ভাষ্য থেকে জানা গেছে, 'বিনাধান-২৫' চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন কৃষকরা। ধানের বাম্পার ফলন এবং গুণগত মান ভালো হওয়ায় কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। তারা জানান, এই জাতের ধানে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ প্রচলিত অন্য জাতের তুলনায় অনেক কম। গাছ থেকে খড়ও বেশি পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই ধান আগাম পেকে যাওয়ায় কালবৈশাখী ঝড় বা আগাম বৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আবদুল মমিন এবং বিনা উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস ইকবাল গণমাধ্যমকে জানান, বিনাধান-২৫-এর গাছ লম্বা হলেও শক্ত হওয়ায় তা সহজে হেলে পড়ে না। ধান পরিপক্ক হওয়ার পরও এর ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ থাকে। প্রতিটি শীষে গড়ে ২৮০ থেকে ২৯০টি পুষ্ট দানা থাকে এবং হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৮ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব।

সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তারা মনে করছেন, আট বছরের গবেষণায় উদ্ভাবিত এই জাতটি চাষাবাদের ফলে বিদেশ থেকে সরু ও চিকন চাল আমদানির ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমে আসবে। ধানের এই নতুন জাতটি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করতে মাঠ দিবসসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বিনা উপকেন্দ্র ঈশ্বরদী ও কৃষি তথ্য সার্ভিস। উন্নত পরিচর্যা নিশ্চিত করলে এই ধান চাষে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের লাভবান হবেন। এক পর্যায়ে এ ধান বিদেশেও রফতানি করা যাবে।

ফলের মৌসুমে হাসছে পাবনা

১৫ কোটি টাকার ঘরে আম-লিচুর উৎপাদন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশজুড়ে এখন মৌসুমী লিচু ও আমের মহাসমারোহ। বাজারগুলো এখন দুই ফলে মুখরিত। কৃষকরা ভালো ফলন ও ন্যায্যমূল্যের আশায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। বাজারগুলোতে বেড়েছে ফলপ্রেমীদের ভিড়।

চলতি মৌসুমে সারাদেশে আম-লিচুর আশাতীত ফলন হয়েছে। প্রাকৃতিক কিছু সমস্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হলেও কৃষি বিভাগ বলছে, ফলন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। যদিও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সারাদেশের উৎপাদনের তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। তবে বলা হয়েছে, দুই ফলের আঞ্চলিকভিত্তিক বাম্পার ফলন হয়েছে।

তাদের তথ্যানুযায়ী, পাবনা জেলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন এবং নাটোরে ৭ হাজার ৫৪০ মেট্রিক টন লিচু এবং ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯৫ টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে লিচুতে ৮০০ থেকে ৯০০

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।